161

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

গণ টোকাটুকির অভিযোগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার প্রথম দিনে গত বৃহস্পতিবার দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক নকল প্রবণতা অর্থাৎ গণ টোকাটুকি ও সন্ত্রাস হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একাধিক রিপোর্টে পরীক্ষার প্রথম দিনে অন্তত চার শতাধিক পরীক্ষার্থীকে হল থেকে বহিষ্কার করা এবং পরিণতিতে কেন্দ্র দখল, ভাঙচুর, পুলিশের হস্তক্ষেপ প্রভৃতি ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার হলে বহিরাগতদের ফ্রী-স্টাইল আসা-যাওয়া, নকল সরবরাহ করা এমনকি পরীক্ষার্থীকে সরিয়ে দিয়ে সেই আসনে বসে বহিরাগতদের পরীক্ষা দেবার মত ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কোথাও চলেছে ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক অবাধ বা গণ টোকাটুকি। কোথাও আবার নকল ধরতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত নাজেহাল এবং পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে। কোনো কোনো কেন্দ্রে সময় উত্তীর্ণ হবার পরও প্রবেশপত্র এসে না পৌঁছানোর কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের কারণেও কোনো কোনো কেন্দ্রে অনিয়মিতরা পরীক্ষায় উপস্থিত হবার সুযোগ পায়নি। কয়েকটি কেন্দ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অবৈধ সমাবেশ সৃষ্টির চেষ্টাকালে বেশকিছু বহিরাগত সন্ত্রাসীকে ধরা হয়েছে। ৫শ' ৪৫টি কেন্দ্রে এবং ১৬টি উপকেন্দ্রে গত বৃহস্পতিবার থেকে এবারের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা শুরু হয়, যা আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাপক বিরতির মধ্য দিয়ে চলবে। পরীক্ষার প্রথম দিনেই ছিলো ইংরেজী। দীর্ঘদিন এ দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে ইংরেজীকে উপেক্ষা করে আসার ফলে অবস্থা এমন হয়েছে যে, ইংরেজী পরীক্ষাই এ্যাসিড টেস্ট অথবা প্রবাদের সেই অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত হয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে সংঘর্ষ, গোলযোগ, অনিয়ম, আইন-শৃংখলার অবনতি ও গণ টোকাটুকির ঘটনা আসলে আমাদের গোটা শিক্ষা জগতে বিদ্যমান সমস্যা এবং সংকটের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই উচ্ছৃংখলতা অন্য চোখে দেখতে গেলে বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয় এবং অনিয়মের প্রতি আসক্তিরই পরিচয় বহন করছে। এদেশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মান সম্পর্কে বিদেশে খুব কমই ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো হয়। এ রকম ঘটনা পরীক্ষা কেন্দ্রকে নিয়ে চলতে থাকলে দেশের মান-মর্যাদা আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গনে ভূলুণ্ঠিত হতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আইন-শৃংখলার অবনতির দায়িত্ব থেকে স্থানীয় প্রশাসন যেমন নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না, তেমনি প্রবেশপত্রে অনিয়ম, নিয়মিত-অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের বৈষম্য কিংবা প্রশ্নপত্রের বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে সে সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পাঠ্য বিষয়গুলোর উপর অধ্যাপনা প্রশিক্ষণ মান যদি প্রশ্নপত্রের মানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়, তাহলেও ছাত্রদের ক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই পুরো ব্যাপারটিকে আদ্যপান্ত মিলিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। পরীক্ষা হলে সন্ত্রাস আজকের নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। তবে দেশের বিশটি জেলায় একই দিনের একই বিষয়ের পরীক্ষায় এত ব্যাপক সহিংসতার নজির খুব কমই আছে। অনিয়ম আগে দূর না করে, বহিরাগতদের পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে রুখে না দাঁড়িয়ে নির্বিচারে বহিষ্কারাদেশ প্রদান করা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে, তাও ভেবে দেখা দরকার। নকলনবিশি বা গণ টোকাটুকির প্রতিবিধান হিসাবে বহিষ্কারাদেশ অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। তবে দেখতে হবে গণ টোকাটুকির দণ্ড মুষ্টিমেয় পরীক্ষার্থীকে ভোগ করতে হয়েছে কি-না। অভিযোগ যদি গণ টোকাটুকিরই হয়, তবে তার জন্য পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টিও বিবেচনার যোগ্যতা রাখে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ম ভঙ্গ করার অধিকার কারো নেই। তেমনি প্রশাসনেরও অধিকার নেই মুষ্টিমেয় অপরাধীর জন্য সকল পরীক্ষার্থীকে পাইকারী হারে দণ্ডিত করার। বাকী পরীক্ষাগুলোর জন্য তাই আগে থেকেই সন্তোষজনক সাবধানতা এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ন প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।